

## মিরডালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মডেল

অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্যের কারণ গুলি বিভিন্ন গ্রন্থ, যেমন- 'এশিয়ান ড্রামা' (1956); 'ইকোনমিক থিওরি এন্ড আন্ডার ডেভলপমেন্ট রিজিওন' (1957); 'ইকোনমিক্স অফ দ্য আন্ডারডেভলপ কান্ট্রি' (1965)-তে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন। 1956 সালে গুনার মিরডাল উন্নয়ন বৈষম্য দূর করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল উপস্থাপন করেন, যা 'সার্কুলার এন্ড

কিউমুলেটিভ কজেশন' তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে ধ্রুপদী তত্ত্বের মতামতকে সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার পরিবর্তে এই বৈষম্যকে আরো বৃদ্ধি করে।

মূল বক্তব্য: মিরডালের মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে পৃথকভাবে প্রভাবিত করে। একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ আরো প্রশস্ত হয়, তেমনভাবে অপরদিকে অনুন্নত দেশগুলোর অনগ্রসরতার জন্য এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই দায়ী।

মূলনীতি: মিরডালের মডেলের মূল নীতিগুলি হল-

1. মিরডাল দেখিয়েছিলেন একটি পরিবর্তন সমর্থনী একাধিক পরিবর্তনকে আহ্বান করে, যার প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।
2. সার্কুলার এবং কিউমুলেটিভ প্রক্রিয়ায় সামাজিক পদ্ধতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।
3. বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে গঠিত নতুন কারখানা শিল্প উন্নয়নের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করলে, বেসরকারি সংস্থার মূলধন গ্রহণ অধিক সুবিধাজনক।
4. উন্নত দেশগুলির উদ্যোক্তারা জানেন কিভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়।
5. ধনীরা ধনী এবং গরিবেরা আরো গরিব হয়। মুনাফা লাভের পরিমাণ গরিব অপেক্ষা ধনীদের ক্ষেত্রে বেশি হয়।
6. মিরডাল অনুভব করেছিলেন উৎপাদন কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ঐক্যের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা গতিহীন হয়ে পড়ে।
7. তার মতে সরকারি উদ্যোগের উপর দেশের অগ্রগতি অধিক নির্ভরশীল এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে পারে।
8. কোন দেশের বা অঞ্চলের সার্বিক অগ্রগতি জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি দ্বারা প্রতিহত হতে পারে, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা ও সম্পদের ব্যবহারের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

প্রক্রিয়া: মিরডাল এই বিষয়টি আলোচনার জন্য দুটি সহযোগী প্রক্রিয়ার উদ্বেগ করেন।  
মাধ্যমে বৈষম্যযুক্ত উন্নয়ন বাস্তবে ঘটে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল-

❖ সার্কুলার এন্ড কিউমুলেটিভ কজেশন:

কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ শুরু হয় (যেমন- শক্তি সম্পদ ও কাঁচামালের অবস্থান)। তারপর এই অঞ্চলটি ধীরে ধীরে অন্যান্য অঞ্চল সমূহের থেকে অর্থনৈতিক দিকে অনেকটা এগিয়ে যায় এবং অঞ্চলটির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে।

কোন জায়গায় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ এবং সহযোগী বিষয় সমূহের উপর ভিত্তি করে নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এরপর ওই শিল্পের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং তার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে উদ্যোক্তারা ওই অঞ্চলে মূলধন বিনিয়োগ করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সেবামূলক শিল্পসমূহ এবং অন্যান্য শিল্প স্থানীয় বাজারের চাহিদার যোগান দেওয়ার জন্য বা সেবা প্রদান করার জন্য গড়ে ওঠে। সুতরাং অঞ্চলটির সম্পদের পরিমাণ বাড়তে থাকে ফলে অতিরিক্ত কর আদায়ের জন্য সরকারের ভান্ডারও বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ ওই অঞ্চলের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকার নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে এবং অঞ্চলটি ধীরে ধীরে শিল্পনগরীতে পরিণত হয়। এর সাথে অঞ্চলে উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাণিজ্যের সাপেক্ষে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটে এবং অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নয়নের পথ আরো প্রশস্ত হয়।

উপরোক্ত এই প্রক্রিয়ায় উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। যার ফলে উভয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য উন্নত দেশগুলি চাহিদা অঞ্চল এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি যোগান অঞ্চলে পরিণত হয়। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে যেসকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হল-

উন্নত দেশ-

- নতুন নতুন শিল্প কেন্দ্র গড়ে ওঠে।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়।

- উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে দক্ষ শ্রমিক গঠিত হয় এবং শ্রম বিভাজন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।
- অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উন্নয়নশীল দেশ-

- মূলত কৃষিজাত দ্রব্য এবং খনিজ কাঁচামাল রপ্তানি করে।
- উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব লক্ষ্য করা যায়।
- শ্রমিকদের দক্ষতার হার কম হয়।
- উন্নয়নশীল দেশগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রাকৃতিক কাঁচামাল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করে। কিন্তু পরোক্ষভাবে নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ভাগ্যকে হ্রাস করতে থাকে।

